যায়যায়দিন

তারিখ 05 DEC 2008
পৃ ৬ কলাম ৪

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে নীতিমালা

জনমত ও সচেতনতা তৈরি করতে হবে

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ধরনের যৌন হয়রানি বন্ধে অবশেষে কার্যকর হতে চলেছে 'যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০০৮'। ৭ ডিসেম্বর থেকে এ নীতিমালা কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাসহ এ নীতিমালা সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হবে। প্রণীত নীতিমালার আলোকে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আইনের সঙ্গে সমন্বয় করে নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে এক দশক ধরে আন্দোলন চলে আসছে। ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হওয়া এ আন্দোলনের ফল পাওয়া গেল ২০০৮ সালে। দেরিতে হলেও এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ায় শিক্ষার্থীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এ নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল ও কলুষমুক্ত করতে এটি সহায়ক হবে। নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়ও এটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

নিকট অতীতে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একই সময়ে ছাত্রী নিপীড়নের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়। যৌন হয়রানি বন্ধে নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সংস্থাও একই দাবিতে প্রচারণা চালাতে থাকে। যৌন হয়রানি বন্ধে কেন নতুন আইন হবে না জানতে চেয়ে সরকারের প্রতি হাইকোর্টের রুল জারি হয়। অর্থাৎ যৌন হয়রানি বন্ধে নীতিমালা প্রণয়নের দাবিটি সবদিক থেকেই তোলা হয়। অবশেষে সরকারের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ সম্পর্কিত একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে। সরকারের অনুমোদনের পর তা ৭ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে বলে জানা গেছে।

অতীতে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের দ্বারা ছাত্রী হয়রানির ঘটনা ঘটলেও সম্প্রতি শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও যৌন হয়রানির অভিযোগ আসতে থাকে। শুধু ছাত্র ও শিক্ষকই নন ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনা পুলিশ বাহিনীর দ্বারাও ঘটে। ২০০২ সালের ২৩ জুলাই গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশি অনুপ্রবেশ এবং ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনা আজো ভোলার নয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, ছাত্রীদের ওপর যৌন হয়রানি ও নির্যাতন করে পার পেয়ে যাচ্ছিলেন অভিযুক্তরা। লোক দেখানো কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামলে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের ওপর চড়াও হয়। যৌন হয়রানি বন্ধে কঠোর নীতিমালা না থাকার কারণেই নিপীড়নকারীরা এ রকম ঔদ্ধত্য দেখাতে সাহস পেয়েছিল। আমরা আশা করবো, প্রণীতি নীতিমালা এমনভাবে বাস্তবায়িত হবে যাতে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কেউ এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ করতে সাহস না পায়।

নীতিমালায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি, সচেতনতা সৃষ্টি ও জনমত তৈরিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিষয়টি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নীতিমালা বা আইন করে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বন্ধ হবে না। এর জন্য দরকার সচেতনতা তৈরি ও তীব্র জনমত গড়ে তোলা। সব ছাত্রছাত্রীকে একটি প্ল্যাটফর্মে এনে যৌন নির্যাতন বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ আন্দোলন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায় আটকে থাকবে না, সারাদেশেই তা ছড়িয়ে দিতে। সামাজিক এ আন্দোলনের কাছে যৌন নিপীড়নকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হবেই। এভাবেই একদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ থেকে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বন্ধ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করি।